NATURE OF RURAL SETTLEMENT

বসতি ভূগোলের মূল শব্দটি বা বিষয়বস্তু হল বসতি। এই বসতি শব্দের ইংরেজিতে দুটি অর্থ তৈরি হয়। একটি হল habitatএবং অপরটি হল settlement. প্রথম শব্দটি অর্থাৎ habitat জীব ভূগোলের ক্ষেত্রে বা জীব বিদ্যায় ব্যবহার হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হল settlement, এই শব্দটি অর্থাৎ যার অর্থ হলো একটি আপেক্ষিক স্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি (কখনো কখনো একজন ব্যক্তি)বেঁচে থাকার জন্য সকল উপাদান সহজে সংগ্রহ করে স্থায়ীভাবে যখন বসবাস করে তখন তাকে আমরা বসতি বলি। ভূগোল, পরিসংখ্যান ও প্রত্নতত্ত্বে মানব বসতি (ইংরেজিঃ Human Settlement) হল এমন একটি সম্প্রদায় যেখানে মানুষ বসবাস করে। ডিকশনারি অফ জিওগ্রাফি অনুসারে "স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কোন স্থানে এক বা একাধিক মানুষ যখন বসবাস করতে শুরু করে, তখন তাকে বসতি বলে। বিখ্যাত ভূগোলবিদ টেরি, জি, জনসন বলেন, "বসতি হল সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের ধরন সম্পর্কিত অধ্যয়ন।" সুতরাং বলা যায় যে, কোন একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য যে অবয়ব তৈরি করে তাকেই মানব বসতি বলে।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল এই এক ভাগ স্থল এর নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই মানুষের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। মানব বসতি প্রধান দুটি ভাগ অর্থাৎ গ্রামীণ বসতি ও পৌর বসতি। আজকের আলোচ্য বিষয় হল গ্রামীণ বসতি।

ভারত বর্ষ সহ সারা পৃথিবীতেই সভ্যতার অগ্রগতি বিশেষ করে বিশ্বায়নের পর বিশ্ব অর্থনীতির যে পরিবর্তন এসেছে তাতে নগরায়ন ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও আজও গোটা বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা গ্রামীণ বসতির অন্তর্গত। গ্রামীণ বসতি কাকে বলে এই বিষয়টি দুটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথমটি হলো স্থানিক(spatial) এবং দ্বিতীয়টি হলো সময় গত(temporal).

SPATIAL ASPECT OF RURAL SETTLEMENT

স্থানিক বলতে বোঝাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গ্রামীন বসতির সংজ্ঞা ও চরিত্র আলাদা আলাদা। তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে বা বই পড়ে যে উন্নত দেশ যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে গ্রামীণ বসতি কেমন দেখতে হয়। তোমরা দেখবে যে গ্রামীণ বসতি এই দেশ গুলোতে ,আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধান নগরের মতো পরিকল্পিত ছোটখাটো বসতি এলাকার মতোই সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে আছে যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় চাহিদা এমনকি বিভিন্ন পরিষেবা যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যপরিসেবা প্রভৃতি সুগঠিত ভাবে সর্বাহ করা হচ্ছে। সুতরাং এই সকল দেশেতে গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা বা গ্রামীণ বসতির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। উন্নত দেশের গ্রামীণ বসতি কে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রামীণ বসতি বলতে এখানে দুটি প্রধান বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, প্রথমত বসতির জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমান অত্যাধিক, অর্থাৎ গ্রামীণ বসতি তে বসবাসকারী মানুষদের মাথাপিছু জমির অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ উন্নত দেশের গ্রামীণ বসতির অধিকাংশ মানুষ চারণভূমি(ranch) এবং বৃহত কৃষি জমি (farm) অধিকারী। উন্নত দেশের গ্রামীণ পরিষেবা ভারতবর্ষের যেকোনো মেট্রো শহরের পরিষেবার সাথে তুলনীয়।

অন্যদিকে অনুন্নত এবং উন্নতশীল দেশেতে গ্রামীণ বসতির চরিত্র কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। অনুন্নত দেশেতে গ্রামীণ বসতির চরিত্র বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আমরা প্রথাগতভাবে যা পড়ে এসেছি গ্রামীণ বসতির সম্পর্কে তা এখানে স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কাঁচা রাস্তা কাঁচা বাড়ি অত্যন্ত উন্নত বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা এবং অনুন্নত জীবনযাত্রা প্রভৃতি এখানে গ্রামীণ বসতির মধ্যে লক্ষ্য করতে পারা যায়।

কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উন্নতশীল দেশের অর্থাৎ যেখানে নগরায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে সেখানে গ্রামীণ বসতির চরিত্র পরিবর্তনশীল হয়েছে। census of India ভারতবর্ষের গ্রামীণ বসতির চরিত্র সম্পর্কে 1981 সালে যে ধারণা দিয়েছে তা 2001 সালে এসে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছে আশা করা যায় 2021 সালের নতুন আদমশুমারিতে ভারতবর্ষের গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে আবার নতুন কোন ধারণা পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের আদমশুমারি যে সংজ্ঞা গ্রামীণ বসতির সম্পর্কে দিয়েছে তা নিম্নরূপ, বসতির

মোট জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের কম হলে, জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 400 কম হলে এবং বসতি এলাকার 75 শতাংশের অধিক মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকলে তবে সেই বসতি এলাকাকে আমরা গ্রামীণ বসতি বলব। ভারতের আদমশুমারি হিসেব অনুসারে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার 70% গ্রামীণ বসতির অন্তর্ভুক্ত সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটেছে এবং ঘটছে কিন্তু গ্রামীণ বসতির গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। ভারতবর্ষের মতো উন্নতশীল দেশেতে অর্থাৎ আধুনিক ভারতবর্ষে গ্রামীণ বসতির চরিত্র কিন্তু অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প এর মাধ্যমে গ্রামীণ বসতি এলাকার চরিত্র আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম। অধিকাংশ গ্রামের প্রায় সর্বত্রই পাকা রাস্তা পর্যাপ্ত পানীয় জলের যোগান বিভিন্ন রকম নাগরিক তথা জনপরিসেবা যেমন স্কুল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যাংক প্রভৃতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকা আজও অনেক টাই পিছিয়ে আছে তবে একথা সত্যি যে ভারতবর্ষের গ্রামীণ বসতির একটি বড় অংশ খুব দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে সুতরাং ভারতবর্ষের মতো দেশেতে কাঁচা রাস্তা না থাকলেই অথবা কাঁচা বাড়ি না থাকলেই যে সেই বসতি এলাকাটা পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত হবে তা নয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের গ্রামীণ বসতির একটি বড় এলাকাতেই নগর বসতি পরিষেবার

উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের বহু গ্রামীণ পঞ্চায়েত এলাকা লক্ষ্য করা যায় যেখানে ছোটখাটো শহরের যাবতীয় পরিষেবা স্পষ্টভাবে উপস্থিত রয়েছে।

এবার আসা যাক গ্রামীণ বসতির চরিত্র কিভাবে সময়গত ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো দেশেতে প্রাচীন যুগে যখন জনসংখ্যা সার্বিকভাবে কম ছিল তখন কিছু নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে উঠত এই ধারা আধুনিক ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দী আশির দশক পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ভারতবর্ষের মধ্যযুগ ইসলাম যুগ এবং ইংরেজদের সময়কালে যখন জনসংখ্যা কম ছিল তখন গুটি কয়েকটি স্থান যেমন কলকাতা দিল্লি চেন্নাই প্রকৃতির মত স্থান ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পৌর গ্রামীণ বসতির অন্তর্গত ছিল। এমনকি ইংরেজদের আগমনের আগে কলকাতা ও গ্রামীণ বসতির অন্তর্গত ছিল তা আমরা সবাই জানি। সিন্ধু সভ্যতার যুগে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নদীর তীরবর্তী কিছু স্থানে নাগরিক বসতি প্রসার ঘটেছিল বাকি বিস্তীর্ণ সমস্ত জায়গায় গ্রামীণ বসতির উপস্থিতি ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের কতগুলি নির্দিষ্ট স্থান যার মধ্যে অবশ্যই চারটি মৃত্যুশহর অর্থাৎ কলকাতা দিল্লি মাদ্রাসা এবং মুম্বাই পড়ে তাছাড়া ভারতবর্ষে নগর পরিষেবা সীমাবদ্ধ ছিল এবং গ্রামীণ বসতি অনেকটাই অংশ জুড়ে ছিল। গ্রামীণ অঞ্চলের জনপরি সেবা ও ছিল যথেষ্ট অনুন্নত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতবর্ষের গ্রামীণ বসতি এলাকার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। গ্রাম বলতে যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে আসত আধুনিক ভারতবর্ষের গ্রামীণ পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। বহু গ্রামীণ গ্রামবাসীরা কৃষি বিকল্প অর্থনীতি যেমন কুটিরশিল্প সহ পার্শ্ববর্তী শহরে প্রতিদিন যাতায়াত করে বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্পের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন পরিষেবার উন্নতির সাথে সাথে অসংখ্য গ্রামবাসী বিভিন্ন ধরনের সরকারি চাকরি এবং অন্যান্য অর্থ উপার্জনকারী মাধ্যম এর সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। এমনকি বহু গ্রামের মধ্যেও ছোটখাটো কলোনি বা পরিকল্পিত বসতি গড়ে উঠছে। ফলে গ্রামীণ পরিষেবা বা গ্রামীণ অঞ্চলের পরিবেশ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

CHARECTERISTICS OF RURAL SETTLEMENT

এবার আমরা আলোচনা করব গ্রামীণ বসতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা সারা পৃথিবীব্যাপী একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরতে পারে কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছো সারা পৃথিবীতে কিন্তু গ্রামীণ বসতির চরিত্র আলাদা আলাদা কিছু গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম

Size of the Community: উন্নত-দেশ অনুন্নত দেশ এবং উন্নতশীল দেশের সব দেশেই গ্রামীণ বসতির আয়তন অর্থাৎ বসতি অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত কম হয় যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কোন বসতি অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা যদি পাঁচ হাজারের কম হয় তবেই তাকে গ্রামীণ বসতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Density of Population: গ্রামীণ বসতি এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে বসতিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 400 এর কম সেই সকল বসতিকে গ্রামীণ বসতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

The primacy of Agriculture: গ্রামীণ বসতি অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকার্য উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও এবং অনুন্নত দেশ ক্ষেত্রেও সব জায়গাতেই এই প্রাধান্য আমরা দেখতে পাই যে বসবাসকারী মানুষ অধিকাংশই কৃষির সাথে যুক্ত।

Close Contact with Nature আধুনিক সময়ে উন্নতশীল এবং অনুন্নত দেশে তে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের সাথে প্রকৃতির সরাসরি যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে কৃষিকার্য তথা অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

Homogeneity of Population: সাধারণত গ্রামীণ বসতি অঞ্চলে এক একটি এলাকায় একই ধরনের মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় যেমন জেলেপাড়া অর্থাৎ এই বসতি অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের জীবিকা হল মৎস্য শিকার করা তেমনি রয়েছে ব্রাহ্মণপাড়া তেমনি রয়েছে ঘোষপাড়া প্রভৃতি

Social Stratification: গ্রামীণ অঞ্চলে সামাজিক স্তরায়ন খুব স্পষ্ট ভারতবর্ষের মতো দেশেতে ধর্ম বর্ণ এবং জাতিভেদ প্রথা ও এখনো গ্রামীণ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় এবং এর ওপর নির্ভর করেই মানুষের পদমর্যাদা এমনকি বসতি নির্ধারিত হয়।

Social Interaction: গ্রামীণ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব কম হয় এর প্রধান কারণ হলো একসাথে একই ধরনের মানুষের বসবাস। যেহেতু গ্রামের সবাই একই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাই একে অপরের সাহায্য করে তারা বসবাস করে ফলে পরস্পরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং সহযোগিতা শহর অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি গভীর হয়।

Social Mobility: গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রাত্যহিক গতিবিধি তথা বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত কম হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামীণ অঞ্চলে মানুষেরা তাদের বসতি এলাকার মধ্যে থেকেই নিজেদের যাবতীয় চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে।

Social Solidarity: অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং সহযোগী মনোভাব অন্য হয়ে থাকে।

Joint Family System গ্রামীন অঞ্চলের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো একান্নবর্তী পরিবার অর্থাৎ বংশের বিভিন্ন সদস্যরা পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একসাথে বসবাস করে থাকে বিবাহ বা পরবর্তী বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়নি